চুয়াডাঙ্গায় জেলা পুলিশের আন্তঃইউনিট ফুটবল টুর্নামেন্ট; ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গায় জেলা পুলিশের আয়োজনে মিনিস্টার গ্রুপের সহায়তায় পুলিশ সুপার কাপ আন্তঃইউনিট ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩-এর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বিকাল চারটার সময় পুলিশ লাইন্স একাদশ বনাম পুলিশ অফিস একাদশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত খেলায় পুলিশ লাইন্স একাদশ ১-০ গোলে জয় লাভ করে।উক্ত আয়োজনে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা। এ সময় তিনি সফল ভাবে টুর্নামেন্ট শেষ করার জন্য এবং খেলাধুলার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য পুলিশ সুপারকে ধন্যবাদ দেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মিসেস পুলিশ সুপার ও সভানেত্রী পুনাক ফরিদা ইয়াসমিন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, সহ-সভানেত্রী (পুনাক) নাহিদা আক্তার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) মোঃ নাজিম উদ্দীন আল আজাদ পিপিএম সহ জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার-ফোর্স ও সদস্যবৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় চাঁদা না দেওয়ায় ব্যবসায়ীর বাড়িতে বোমা হামলা,

গ্রেপ্তার ৩

আলমডাঙ্গার ভোগাইল বগাদি পান ব্যবসায়ীর নিকট ১ লাখ টাকা চাঁদার দাবিতে বাড়িতে বোমা হামলাকারী তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার থানাপুলিশ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের ভোগাইল বগাদি গ্রামের আব্দুল্লাহ’র ছেলে রকিবুল ইসলাম (৩৬), একই ইউনিয়নের সাহেবপুর গ্রামের মৃত রমজান আলীর ছেলে রাজ্জাক আলী (৪৩) ও মেহেরপুর জেলার গাংনী থানার সাহারবাটী এলাকার মৃত বিল্লাল হোসেনের ছেলে স্বপন আলী (৩৩)। আজ শনিবার দিবাগত রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ জানায়, উপজেলা ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের ভোগাইল বগাদি গ্রামের মিন্টু হোসেন তিনি একজন পান ব্যবসায়ী। গত ২০ সেপ্টেম্বর থেকে বেশ কয়েকদিন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিল কে বা কারা। উক্ত চাঁদার টাকা না পেয়ে গত ২৮শে সেপ্টেম্বর রাতে দুস্কৃতিকারীরা মিন্টুর বাড়িতে বোমা হামলা করে। ঘটনার পর থেকে মিন্টু ও তার পরিবার ভিতস্থ হয়ে পড়ে। অজ্ঞাত ব্যক্তি পুলিশের জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোনের মাধ্যমে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশকে অবগত করেন। গতকাঅল শুক্রবার রাতে চাঁদা দাবি ও বোমা হামলা সংক্রান্ত একটি মামলা আলমডাঙ্গা থানায় রুজু হয় ।

আরো জানান, মামলার পরপরই পুলিশ তদন্ত শুরু করে । তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে মামলার ৬ ঘন্টার ব্যবধানে বোমা হামলাকারী তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তাদের চুয়াডাঙ্গা কোর্টে প্রেরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ জানান, শুক্রবার রাত ৯ টার দিকে চাঁদা ও বোমা হামলার ঘটনায় একটি মামলা রুজু হয়। ওই রাতেই পুলিশের এক্সপার্ট অফিসারেরা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে মামলার ৬ ঘন্টার মধ্যে তিনজন আসামীকে গ্রেপ্তার করেন। তারা চুয়াডাঙ্গা আদালতের বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি দিয়েছে।

কোটচাঁদপুরে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার গৃহপরিচারিকা নারী আটক ৩

কোটচাঁদপুরে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন এক গৃহপরিচারিকা নারী। গত মঙ্গলবার রাতে এ ঘটনাটি ঘটেছে স্থানীয় পৌরসভার গাবতলা পাড়ায়। আজ বৃহস্পতিবার আটকৃতদের আদালতে পাঠিয়েছেন থানা পুলিশ।

জানা যায়,গৃহপরিচারিকা ওই নারীর কোটচাঁদপুরের বাসিন্দা। সে ঢাকায় গৃহকর্মীর কাজ করেন।গত মঙ্গলবার রাত ৯ টার দিকে বাসে করে ঢাকা থেকে কোটচাঁদপুর আসেন।

এরপর বাসস্ট্যান্ড-সংলগ্ন গাবতলা পাড়ায় পূর্বপরিচিত এক নারীর বাসায় যান,ওই গৃহপরিচারিকা। রাতে খাবার খেয়ে ওই বাসাতেই শুয়ে ছিলেন তিনি।

পরে ওই রাতেই তাঁর পরিচিত আত্মীয় বাসস্ট্যান্ডে নিজের চায়ের দোকানে চলে যান। এ সুযোগে ওই চা দোকানির স্বামী ইসরাইল হোসেন,ঘরের তালা খুলে ঢুকে তাকে ধর্ষণ করেন। এরপর খবর দিয়ে ডেকে আনেন আরো দুই রিক্সা চালক ইসমাইল হোসেন ও আব্দুল খালেককে। পরে তারাও পালাক্রমে ধর্ষণ করেন ওই নারীকে।

ওই ঘটনার পর গতকাল বুধবার ওই গৃহপরিচারিকা কোটচাঁদপুর থানায় যান। মামলা করেন, ওই তিন রিক্সা চালকের বিরুদ্ধে। এরপর পুলিশ তাদেরকে কোটচাঁদপুরের ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে আটক করেন।

আটককৃতরা হলেন, রিকশাচালক ইসরাইল হোসেন ইসমাইল হোসেন ও আব্দুল খালেক। এরা সবাই কোটচাঁদপুর পৌর শহরের বাসিন্দা।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল মামুন বলেন, ওই ঘটনায় ঘটনায় তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন ভুক্তভোগী নারী। এরপর শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করা হয়।

তিনি বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে,তারা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। গতকাল বুধবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়েছে ওই নারীর।

বৃহস্পতিবার ধর্ষণ মামলায় আটককৃতদের ঝিনাইদহ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় আবার সীমান্ত হত্যা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ঠাকুরপুর-মুন্সিপুর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর গুলিতে রবিউল ইসলাম (৪১) নামে এক বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন। নিহত রবিউল দামুরহুদা উপজেলার পীরপুরকুল্লা গ্রামের মৃত ফয়জুল ইসলামের ছেলে। এ নিয়ে ২ সপ্তাহের ব্যবধানে দুইটি সীমান্ত হত্যার ঘটনা ঘটলো।

বুধবার ২৭ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে দশটার দিকে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ঠাকুরপুর-মুন্সিপুর সীমান্তের ৯০/৯১ পিলারের মাঝামাঝি স্থানে তিনি গুলিবিদ্ধ হন।

বিজিবি’র মুন্সিপুর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মিজানুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে বিএসএফের গুলিতে রবিউল নিহত হন। এ বিষয়ে পতাকা বৈঠকের জন্য বিএসএফের কাছে সকালে পত্র পাঠানো হয়। পত্র পেয়ে বিএসএফ বৃহস্পতিবার দুপুর একটা ২০ মিনিটের সময় ঠাকুরপুর সীমান্তে ৯১ মেইন পিলারের সন্নিকটে বিজিবি-বিএসএফ এক পতাকা বৈঠকে মিলিত হয়। পতাকা বৈঠকে বিএসএফ রবিউলের নিহতর কথা শিকার করে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কৃষ্ণনগর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষ হলে রবিউলের মরদেহ ফেরত দেওয়া হবে।’

এর আগে গত ১৪ সেপ্টেম্বর রাতে চুয়াডাঙ্গার জীবননগরের বেনীপুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে মিজানুর রহমান (৫০) নামে এক বাংলাদেশি নিহত হন।

দামুড়হুদায় বাল্যবিবাহ বন্ধ করে বরযাত্রীর খাবার এতিমদের দিলেন এসিল্যান্ড

দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের মজলিস পুর গ্রামে উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস এর হস্তক্ষেপে বাল্যবিয়ে থেকে রক্ষা পেল দশম শ্রেণির এক ছাত্রী।

আজ বুধবার দুপুরে বিয়ে বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বিবাহটি বন্ধ করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস। সেই সঙ্গে বিয়ে বাড়িতে বরযাত্রীদের জন্য তৈরি করা খাবার স্থানীয় বিষ্ণুপুর ফুরকুনিয়া উলুম কওয়ামী লিল্লাহ বোডিং এতিমখানায় বিতরণ করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, বুধবার দুপুরে দশম শ্রেণির ওই ছাত্রী (১৬) কুতুব উদ্দিন এর মেয়ের বিয়ের আয়োজন চলছিলো তার জন্মসন ২০০৮ সন থেকে কম্পিউটার এডিডের মাধ্যমে ২০০৫ সন করে বিয়ের পায়তারা চলমান কালে গোপন সূত্রে এমন খবর পেয়ে মেয়েটির বাড়িতে অভিযান চালান দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস। ভ্রাম্যমাণ আদালতের উপস্থিতি বুঝতে পেরে কনের মা ও বাবা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান।

তখনো বরপক্ষ উপস্থিত না হওয়ায় উপস্থিত কনের অভিভাবককে বাল্যবিবাহ বন্ধের নির্দেশ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। কনের মা-বাবা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায় প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত মেয়েটিকে বিবাহ দেওয়া যাবে না এ মর্মে তাঁর চাচার কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে বরপক্ষের জন্য রান্না করা খাবার উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের বিষ্ণুপুর ফুরকুনিয়া উলুম কওয়ামী লিল্লাহ বোডিং এতিমখানার শিশুদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

এসব তথ্য নিশ্চিত করে এসিল্যান্ড সজল কুমার দাস প্রতিবেদকে বলেন, কনে প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়ায় দেশের প্রচলিত আইন মেনেই এই বাল্যবিবাহটি বন্ধ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে কনের মা ও বাবা পালিয়ে যাওয়ায় শাস্তি হিসেবে বিয়ের বরযাত্রীদের জন্য তৈরি করা সব খাবার এতিমখানায় বিতরণ করা হয়েছে। এটাই তাদের শাস্তি, এই বাল্যবিবাহ যাতে না হয়, সে জন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক খোঁজ খবর রাখা হবে, উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর ব্যবস্থা

গ্রহণ করা হবে।

অভিযানের পরিচালনায় সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ সহ জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম পুলিশের সদস্যগন।

মেহেরপুর ও গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৬

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ১ ও চুরির মামলায় ২ জন আসামি। এছাড়া গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ ও নিয়মিত মামলায় ১ আসামি রয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতের পৃথক সময়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন। পুলিশের সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ বুধবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় দুই ব্যক্তির দণ্ড

মেহেরপুর পৃথক দুটি মাদক মামলায় অপরাধ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামিদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ও অর্থদন্ড প্রদান করেছে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ’র আদালত। একই সাথে আসামিরা পলাতক থাকায় তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারির নির্দেশ প্রদান করেন আদালত।

দণ্ডিতরা হলেন, মেহেরপুর পৌরসভার চক্রপাড়া আঃ জলিলের ছেলে মোঃ রাজু ও নতুন পোস্ট অফিসপাড়া এলাকার মৃত ইউনুসের ছেলে মোঃ জনি।

মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর) মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ১ম আদালতের বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ’র আদালত এই রায় দেন।

আদালত সুত্রে জানা গেছে, জি,আর ৪০০/২১ নম্বর মামলার আসামি মো. রাজুকে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায় আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং অপর একটি জি,আর ১৬/১৮ মামলার আসামী মো. জনি কে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেছেন আদালত।

প্রেমিকের সঙ্গে পালানোর অপরাধে ঝিনাইদহে এক নারীর কারাদন্ড

স্বামী ও সন্তান ফেলে রেখে চাচাতো ভাইয়ের ভাইয়ের হাত ধরে পালিয়ে যাওয়ার অপরাধে, সুমি খাতুন নামে এক নারীর এক বছর কারাদন্ড নগদ ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ঝিনাইদহের একটি বিচারিক আদালত।

গতকাল মঙ্গলবার ঝিনাইদহ সিনিয়র জুডিসিয়াল আদালতের বিচারক রুমানা আফরোজ এই রায় দেন।

বাদী পক্ষের আইনজীবী এ্যাড.শহিদুল ইসলাম জানান, ৯ বছর আগে ঝিনাইদহের দক্ষিণ কাস্টসাগরা গ্রামের সুমি খাতুনের সঙ্গে কালীগঞ্জ উপজেলার পারখিদ্দা গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের বিয়ে হয়।

সংসার করা অবস্থায় সুমি খাতুন চাচাতো ভাই সজিবের সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং ২০২১ সালের ২৭ সেপ্টম্বর তার হাত ধরে পালিয়ে যায়। ওই বছরের ২১ ডিসেম্বর সুমি ও তার পরকীয়া প্রেমিক সজিবের বিরুদ্ধে ৪৯৪ ধারায় মামলা করেন আব্দুর রাজ্জাক।

বিজ্ঞ আদালত সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সুমি খাতুনকে এক বছর কারাদন্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন। অনাদায়ে আরো তিন মাসের কারাদন্ডের আদেশ দেন। সুমির প্রেমিক সজিবকে আদালত বেকসুর খালাস দেন।

জীবননগর ইবনেসিনা ক্লিনিকের বিরুদ্ধে ভুল অস্ত্রপাচারের অভিযোগ

জীবননগরে ইবনেসিনা ক্লিনিকের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ভুল অস্ত্রপাচারের নওয়াজেস হোসেন (৪৮) নামের এক রোগী মৃত্যুর দোয়ারে।

এ ঘটনায় আজ মঙ্গলবার দুপুরে জীবননগর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন নওয়াজেস হোসেনের ভাই মো. মোস্তফা। বর্তমানে নওয়াজেসের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গত ৭ সেপ্টেম্বর জীবননগর উপজেলার কাশিপুর দক্ষিণপাড়ার নওয়াজেস হোসেন (৪৮) জীবননগর হাসপাতালের অদূরে ইবনেসিনা ক্লিনিকে হার্নিয়া রোগ নিয়ে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন। সেই দিন রাত ৮টার দিকে নওয়াজেস হোসেনের ভুল অস্ত্রপচার করা

হয়। এরপর থেকে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। একপর্যায়ে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেও তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে গত ২১ তারিখে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানকার চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরিক্ষার পর জানায় তার ভুল অস্ত্রপচার করা হয়েছিল। বর্তমানে তাকে আইসিইউতে রাখতে হচ্ছে। প্লাস্টিকের নাড়ীর মাধ্যমে তিনি বাথরুপ করছেন।

ইবনেসিনা ক্লিনিকের মালিক আব্দুল জব্বারের সাথে কথা বললে তিনি কলেন, আমাদের ক্লিনিকে কোনো ভুল অস্ত্রপচার করা হয়নি। জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ডাঃ হাসানুজ্জামান নুপুর নওয়াজেস হোসেনের হার্নিয়ার অস্ত্রপচার করেছেন। রোগীর অবস্থা ভালোই ছিল। তবে তারা চিকিৎসকের নির্দেশনা মানেনি। শুধু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরছে।

এ বিষয়ে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ডাঃ হাসানুজ্জামান নুপুর বলেন, কোনো ভুল অস্ত্রপচার করা হয়নি। সঠিক অস্ত্রপচার করা হয়েছে। অস্ত্রপচারের পর রোগীর কেউ তার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি।

জীবননগর থানার ওসি (তদন্ত) মোঃ সাঈদ হোসেন বলেন,জীবননগর ইবনেসিনা ক্লিনিকের বিরুদ্ধে একটা লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জীবননগরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে জরিমানা

জীবননগরে আলো ডায়াগনস্টিক সেন্টারে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান,চালিয়ে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

এ ভ্রাম্যমান অভিযান পরিচালনা করেন জীবননগর সহকারী কমিশনার (ভুমি) তিথি মিত্র। এ সময় তিনি বলেন,ফ্রি রোগী দেখার নাম করে

সাদা কাগজে প্রেসক্রিপশন করে রোগীদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেন মোটা অংকের টাকা বিভিন্ন সিন্ডিকেট এর মাধ্যমে তিনি এই কাজ করেন।

কিন্তু রাশেদ চেম্বার করার কথা থাকলেও অভিযানের কৌশলে তিনি সটকে পড়েন। কনসালটেন্সি সেন্টারের নাম করে নিবন্ধন নিলেও প্রতিদিন বসেনা কোন কনসাল্টেন্ট। কনসালটেন্ট সেজে দিনের পর দিন সাদা কাগজের প্রেসক্রিপশন।কনসালটেন্টের চেয়ারে বসে রাশেদ নিজেই। কিন্তু আজ অভিযান পরিচালনার সময় পাওয়া যায়নি ডি এম এফ ডাক্টার রাশেদ। এটাও এক প্রকার প্রতারণার শামিল বলে ধরনা করছে সাধারন রোগিরা।

এ অভিযানে সহযোগীতা করেন জীবননগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আর এম ও মুস্তাফিজুর রহমান সুজন, সেনেটারী ইনস্পেকটর আনিসুর রহমান, ভূমি অফিসের কর্মকর্তা সহ জীবননগর থানা পুলিশের একটি টিম।